সংবাদ বিবৃতি

পুলিশ হেফাজতে গাজীপুর ও মোহম্মদপুরে দুজন নারীর মৃত্যু

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)-এর গভীর উদ্বেগ ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে সুষ্ঠু বিচার দাবি

[ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০] গত কয়েকদিনে পুলিশ হেফাজতে দু'জন নারীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মোহম্মদপুরে পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কল্পনা বেগম জোসনা নামক এক নারীর এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে ইয়াসমিন বেগম নামক আরেক নারীর মৃত্যু হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এ ধরনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছে এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি দিনগত রাতে মোহাম্মদপুর এলাকার একটি বাসা থেকে জোসনাসহ আরও তিনজনকে আটক করে পুলিশ। পরে জোসনা থানা হাজতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও পরে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে ডিবি পুলিশের একদল সদস্য ইয়াসমিন বেগমের বাড়িতে যায় তার স্বামীর খোঁজে। সে সময় স্বামীকে না পেয়ে তাকে তুলে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। তুলে নেওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে ডিবি পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহতের পরিবার দাবি করেছে, পুলিশের নির্যাতনের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের ছেলের দাবি, তার মায়ের মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন ছিলো। অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, নিহত নারী ও তার স্বামী দুজনই মাদক ব্যবসায়ী এবং তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা আছে। অভিযানের সময় নিহতের কাছ থেকে একশ পিস ইয়াবা উদ্ধারের পর তাকে আটক করা হয় এবং আটকের পরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

এইচআরএফবি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায়শ হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের জন্য ২০১৩ সালে হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু (নিবারণ) আইন প্রণয়ন করা হয় কিন্তু গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত এ সংক্রান্ত অপরাধের বিপরীতে অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক মামলা এই আইনের আওতায় দায়ের হয়েছে। তাছাড়া এই আইনের আওতায় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তদন্ত কাজ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী করে থাকে। যতদূর জানা যায় এই আইনের আওতায় দায়েরকৃত কোন মামলার বিচার প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি। আবার কোন ব্যক্তিকে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেওয়ার ক্ষেত্রে মহামান্য আপিল বিভাগের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে আইন-শৃংখলা বাহিনীর প্রতি যা অনুসরণ করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে [আসক, ব্লাস্ট এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ৬৯ ডিএলআর (আপিল বিভাগ) ৬৩]।

ফোরাম মনে করে, এ ধরনের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থা গঠন করা আবশ্যক। পাশাপাশি ন্যায়বিচার নিশ্চিতের জন্য তদন্তের প্রতিটি পর্যায়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা প্রয়োজন।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197, Fax: +88-02-810 0187
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).